তারিখ 14 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সংবাদ

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০১৭ এর জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা মেধাবীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিজয়ী সেরা মেধাবীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

মন্ত্রী এ সময় বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন হয়েছে। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক এগিয়েছে। সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'শিক্ষাকে একটি সৃজনশীল ধারায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এজন্য শিক্ষকদের পাঠদানের কৌশল, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ বদলাতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে, পড়ার আগ্রহ ও মেধা বিকাশের সুযোগ তৈরি করা এবং নিজের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের শিক্ষায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ নিতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। এ প্রতিযোগিতা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করছে। নতুন প্রজন্ম বিশ্বমানের মেধাবী। তাদের সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে এ মেধাবী প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে।' বর্তমান জগৎকে প্রতিযোগিতার জগৎ উল্লেখ করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন সবচেয়ে বড় শক্তি। তা আয়ত্ব করে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং বিশ্বে নিজেদের স্থান করে নিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং অতিরিক্ত সচিব মহিউদ্দিন খান ও চৌধুরী মুফাদ আহমদ বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষামন্ত্রী সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৭ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। ১২ জন সেরা মেধাবীকে এক লাখ করে এবং অন্য ৯৬ জন প্রতিযোগীকে ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। তিনটি গ্রুপে ১২ জন সেরা মেধাবী বিদেশে ৫ দিনের শিক্ষা সফরের সুযোগ পাবে। দেশের আটটি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরী থেকে মোট ১০৮ জন প্রতিযোগী জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩টি গ্রুপে মোট ৪টি বিষয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি বিষয় হলো– ভাষা ও সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান/বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ।